﴿ التحذير من البدعة ﴾

(باللغة البنغالية)

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-

ترجمة : محمد عبد الرب عفان

مراجعة : ثناء الله نذير أحمد

2009 - 1430

islamhouse.com

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের আরজ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

আল্লাহ তাআলার প্রতি সহস্র সিজদায়ে শুকর, যাঁর তওফিকে বিংশ শতাব্দির একজন মুজাদ্দিদ, সৌদী আরবের প্রধান মুফতি ও বুখারি শরিফসহ বহু হাদিসের হাফেজ মাননীয় শায়খ আল্লামা আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ রাহেমাহুল্লার গুরুত্বপূর্ণ চারটি পুস্তিকার সমষ্টি "আত তাহজীর মিনাল বিদা" অনুবাদ করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত বাংলাভাষাভাষী ভাইদের সামনে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি।

শায়খ বিন বাজ রাহেমাহুল্লাহ কুরআন, সহিহ হাদিস ও প্রখ্যাত ইসলামী মনীষীদের গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, মিলাদুন্নবি, শবে বরাত ও শবে মিরাজ উদ্‌যাপন করা বিদআত, এসব অনুষ্ঠান রাসূলুল্লাহ থেকে বা শ্রেষ্ঠত্বের সনদ প্রাপ্ত সালাফে সালেহিন থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। তিনি আরো প্রমাণ করেছেন যে, মসজিদে নববির কথিত খাদেম শায়খ আহমদের নামে যে অসিয়তনামা প্রচারিত হয়েছে তা ভ্রান্ত। বিষয় চারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করত নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব গ্রহণ করি। একজন ব্যক্তিও যদি এর মাধ্যমে সঠিক বুঝ পায়, তবেই শ্রম সার্থক বলে জ্ঞান করব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি 'পশ্চিম দিরা ইসলামি সেন্টার'-এর মাননীয় পরিচালক শায়খ আব্দুল লতিফ বিন মুহাম্মদ আল-আব্দুল লতিফ সাহেবের, যিনি এর অনুবাদের উৎসাহ প্রদানসহ এটা প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি পশ্চিম বঙ্গের মুকাম্মাল হক সাহেবের, যিনি এর পাণ্ডুলিপি দেখেন এবং 'পশ্চিম দিরা ইসলামি সেন্টার'-এর অফিস সেক্রেটারী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াসে সাহেবের, যিনি এর কম্পিউটার কম্পোজসহ ছাপার সার্বিক দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।

আল্লার দরবারে দোয়া করছি, তিনি এর সংকলক, প্রকাশক, অনুবাদক ও সকল সহযোগীদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

অনুবাদক

মুহাম্মদ আব্দুর রব আফফান

রিয়াদ, সৌদি আরব

প্রথম প্রবন্ধ
কোরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের হুকুম

মিলাদুন্নবী বা মিলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন করা, তাতে কিয়াম করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অভিনব পন্থায় সালাম পেশ করাসহ আরো যা কিছু এ সব অনুষ্ঠানে সম্পাদন করা হয় তা সম্পর্কে বহুবার প্রশ্নের সম্মুখিন হই, তাই এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা জরুরি জ্ঞান করছি।

মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান এবং এ উপলক্ষে কোন কিছু উদ্‌যাপন করা নাজায়েজ। এটা দীনে আবিস্কৃত নতুন এক বিদয়াত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার চার খলীফাসহ অন্যান্য সাহাবা রাজিয়াল্লাহু আনহুম ও খায়রুল-কুরুনের সনদ প্রাপ্ত মহামনীষীগণ বা তাদের অনুসারীদের কেউ এটা উদ্‌যাপন করেননি, অথচ তাঁরা ছিলেন সুন্নত সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত অনুসারী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوْ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি শরিয়তে নতুন প্রথার সৃষ্টি করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারি-মুসলিম)

অপর হাদিসে বলেন: "তোমরা আমার সুন্নত এবং আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নতকে আঁকড়ে ধর এবং তা দৃঢ়তার সাথে দাঁত দিয়ে মজবুতভাবে। এবং তোমরা দীনের নতুন নতুন বিষয় হতে সাবধান থেকো, কারণ দীনের প্রত্যেক নতুন প্রথা বিদয়াত আর প্রত্যেক বিদয়াত গুমরাহী" কাজী আয়াজ রহ. স্বীয় "আশ-শিফা" গ্রন্থে ইরবাজ বিন সারিয়া থেকে এ হাদিসের আরো একটু অংশ বর্ণনা করেন যে, "প্রত্যেক গুমরাহী জাহান্নামে"।

উল্লেখিত হাদিসদ্বয়ে বিদয়াতের উদ্ভাবন ও তার ওপর আমল না করার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর পাক কালামে ঘোষণা করেন:

(وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا)

"রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও"। (সূরা হাশর: ৭) তিনি আরো বলেন:

(فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ)

"অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে।" (সূরা নূর:৬৩)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন:

(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْراً).

“অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।” (আহযাব: ২১)

তিনি আরো বলেন:

﴿وَالسَّابِقُوْنَ الأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾

“আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।” (তাওবা:১০০)

তিনি আরো বলেন:

﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً﴾

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।” (মায়িদা:৩)

নতুন নতুন এ সব মিলাদ ইত্যাদি আবিস্কারের ফলে মনে হয় আল্লাহ যেন এ উম্মতের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করে দেননি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য যা কিছু করণীয় তা পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রচার করে যাননি; তাই এরা পরবর্তীতে এসে আল্লাহর শরিয়তের মধ্যে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই, এমন কিছু আবিস্কার করছে, যার অনুমতি তিনি দেননি, যা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং তাদের প্রতি তাঁর নেয়ামতসমূহকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর নাজিলকৃত সব বিধান উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি উম্মতকে জান্নাতে যাওয়ার এবং জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকার এমন কোন পথ নেই, যা তিনি বর্ণনা করেননি। সহিহ হাদিসে এসেছে: আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবীকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, তিনি তাঁর উম্মতের জন্য যা কল্যাণকর মনে করবেন তা তাদেরকে বর্ণনা করবেন এবং তাদের জন্য যা অকল্যাণকর মনে করবেন তা থেকে তাদেরকে সতর্ক করে দিবেন”। (সহিহ মুসলিম)

সবচেয়ে বড় কথা হল আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য নবীদের মধ্যে সর্বোত্তম। তিনি উম্মতের কল্যাণ কামনায় ও দীন প্রচারের ক্ষেত্রে সবার নমুনা, তিনি খাতামুল আম্বিয়া বা নবীদের সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব। মিলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন যদি আল্লাহর দীনের অন্তর্ভুক্ত হত, তবে অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশায় উম্মতের জন্য তা বর্ণনা করতেন এবং পরে তাঁর সাহাবাগণ তা পালন করতেন। যেহেতু তাদের যুগে এমন কিছু ঘটেনি তাই বুঝা গেল যে এটা ইসলামের বর্হিভূত আমল। বরং তা বিদয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যে সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। যেমন পূর্বের হাদিস দু’টিতে বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে উল্লেখিত হাদিসদ্বয়ের মত আরো বহু হাদিস রয়েছে, যেমন জুমআর খুৎবায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "...আর নিশ্চয় সর্বোত্তম হাদিস হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হিদায়েত হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়েত, সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো নবাবিস্কৃত বিষয় বা বিদয়াত এবং প্রত্যেক বিদয়াতই গুমরাহী"। (সহিহ মুসলিম)

এসব হাদিসের আলোকে একদল ওলামায়ে কেরাম মিলাদ মাহফিলকে খুব জোড়ালভাবে অস্বীকার করেছেন এবং তা থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে নির্দেশ দিয়েছেন।

পরবর্তীতে কেউ কেউ মিলাদ মাহফিলকে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে বৈধ বলেছেন। যেমন তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে সীমালংঘন না করা, নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ না ঘটানো ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার না করা ইত্যাদি। তাদের ধারণায় এটা বিদয়াতে হাসানা।

শরিয়তের নির্দেশ: মানুষের মাঝে যে সব বিষয়ে ঝগড়া-বিবেদ সৃষ্টি হয় সে সব বিষয়ে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের দিকে ফিরে যাওয়া। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ইমান রাখ। এটা উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।" (নিসা: ৫৯)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ﴾

"আর যে কোন বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে"। (সূরা: শূরা:১০)

অতএব, আমরা আলোচ্য মিলাদ মাহফিল উদযাপনের বিষয়টি যদি আল্লাহর কিতাবের দিকে ন্যাস্ত করি, তবে আমরা দেখতে পাই যে, এ মিলাদ মাহফিল সে শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে শরিয়ত নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন।

আর আমরা যদি এ বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের দিকে ন্যাস্ত করি তবে দেখতে পাই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম কেউ তা পালন করেননি। আমরা এ থেকে অবগত হলাম যে, মিলাদ দীনের কোন অংশ নয় বরং তা নবাবিস্কৃত এবং তা ইহুদি ও খৃষ্টানদের উৎসব সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আশা করছি এ আলোচনার ভিত্তিতে যারা সামান্য অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন এবং যারা সত্য গ্রহণে আগ্রহী ও সত্যান্বেষণে যাদের নিরপেক্ষতা রয়েছে, তাদের নিকট পরিস্কার হয়ে উঠেছে যে মিলাদ মাহফিল উদ্যাপন দীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তা নবাবিস্কৃত বিদয়াত সমূহের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিত্যাগ করা ও তা থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

অধিকাংশ লোকের আমল দেখে জ্ঞানী ব্যক্তিদের ধোকায় পতিত হওয়া উচিৎ নয়; কারণ, সত্য কখনও সংখ্যার আধিক্যের ভিত্তিতে নির্ধারন হয় না বরং সত্য সাব্যস্থ হয় শরিয়তের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে।

যেমন আল্লাহ তাআলা ইহুদি ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলেন:

(وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْداً أَوْ نَصَارَى، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ)

"আর তারা বলে, ইয়াহূদী কিংবা নাসারা ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এটা তাদের মিথ্যা আশা। বল, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক'।"(বাকারা: **১১১**)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

(وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِيْ الأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ)

"আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।" (আনআম:**১১৬**)

এ সব মিলাদ মাহফিল বিদয়াত হওয়ার সাথে সাথে অনেক গর্হিত ও শরিয়ত বহির্ভূত কর্মকান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ, গান-বাজনা, নেশা ও মাদক দ্রব্য সেবন ইত্যাদি ছাড়াও নানা ধরণের গর্হিত কাজ হয়। কখনও কখনও সেখানে এর চেয়েও মারাত্মক তথা বড় শিরক সংঘটিত হয়। যা সাধারণত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা কোন ওলীর ব্যাপারে সীমালংঘনের কারণেই হয়ে থাকে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা কোন অলির নিকট প্রার্থনা করা, ফরিয়াদ করা, সাহায্য চাওয়া বা তারা গায়েবের খবর জানেন বিশ্বাস করা ইত্যাদি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিলাদ মাহফিলে এবং তাদের আউলিয়াদের আস্তানায় উরশের নামে এ ধরনের কুফরি কাজ সব চেয়ে বেশি হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

"তোমরা দীনের ব্যাপারে সীমালংঘন করা থেকে সতর্ক থাক। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল দীনের ব্যাপারে সীমালংঘন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।" (মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, হাকেম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: "তোমরা আমার অতিরিক্ত প্রশংসা কর না যেমন খৃষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামরে অতিরিক্ত প্রশংসা করেছিল। আমি একজন বান্দা, সুতরাং তোমরা বল: আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল।" (সহিহ বুখারি)

আশ্চার্যের বিষয় হচ্ছে, অনেক লোক বহু পরিশ্রম করে স্বতস্ফুর্ত এ বিদয়াতি অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করে এবং এর বিরোধীদের প্রতিবাদ করে; অথচ আল্লাহ তাআলা তার প্রতি যে জুময়া ও জামায়াতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব করেছেন তা থেকে সে পিছে থাকে, এ ব্যাপারে সে গাফেল, সে ধারণাও করে না যে, সে বড় অন্যায় করছে। নিঃসন্দেহে এটা দুর্বল ইমান ও অন্তর্দৃষ্টিহীনতার পরিচয় এবং বিভিন্ন গুনার ফলে অন্তরে মরিচা পড়ার প্রভাব। আমরা এগুলো থেকে আল্লাহর নিকট আমাদের ও সমস্ত মুসলমানদের জন্য পরিত্রাণ কামনা করি।

আরো আশ্চার্যের বিষয় যে, তাদের কারো ধারণা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সব মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন; আর তারা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করেন। এ আকিদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং জঘন্য মুর্খতার পরিচয় বহন করে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কবর থেকে কিয়ামতের পূর্বে বের হবেন না, মানুষের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করবেন না, তাদের অনুষ্ঠানে হাজির হবেন না বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর কবরেই অবস্থান করবেন। তাঁর রূহ তাঁর রবের নিকট 'দারুল কিরাম'-এর ইল্লিয়ীনে তথা উচ্চাসনে বিরাজ করছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

(ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ)

"এরপর অবশ্যই তোমরা মরবে। তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে।" (সূরা মুমিনূন:১৫-১৬)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম আমার কবর বিদীর্ণ হবে, আর আমিই সর্ব প্রথম সুপারিশকারী এবং সর্ব প্রথম আমার সুপারিশই মঞ্জুর করা হবে।"

উল্লেখিত আয়াত, হাদিস এবং এর বাইরে অন্যান্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য মৃত ব্যক্তিরা একমাত্র কিয়ামতের দিনই উত্থিত হবেন। এ ব্যাপারে হক্কানি উলামায়ে কেরামের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

অতএব, প্রত্যেক মুসলামানের উচিৎ নিজ আকিদা বিশ্বাসের ব্যাপারে সচেতন থাকা এবং মূর্খ ব্যক্তিদের সৃষ্ট নানা বিদয়াত ও কুসংস্কার থেকে নিজ ইমান রক্ষা করা। যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কোন দলিল অবতীর্ণ করেননি তা থেকে দূরে থাকা। আল্লাহর ওপর ভরসা করা এবং তাঁর সাহায্য কামনা করা, কারণ তাঁর সাহায্য ব্যতীত সুপথে প্রতিষ্ঠিত থাকার কোন ক্ষমতা নেই।

মিলাদ ইত্যাদি পরিত্যাগ করে প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা, এটা সওয়াবের কাজ এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন:

(إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً)

"নিশ্চয় আলাহ (উর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে) নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দো'আ করে[১]। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর ওপর দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।" (আহযাব:৫৬)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তাঁর প্রতি দশবার অনুগ্রহ করবেন। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ)

দরূদ সব সময় পড়া যায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দরূদ পড়া অবশ্য কর্তব্য, যেমন সালাতের শেষে। একদল আলেম প্রত্যেক সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ শেষে দরূদ পড়া ওয়াজিব বলেছেন। আর কিছু

[১] ইমাম বুখারী আবুল 'আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন, 'রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর ওপর আলাহর সালাত' বলতে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতাদের কাছে নবীর প্রশংসা এবং ফেরেশতাদের সালাত হলো দো'আ। আর ইমাম তিরমিযী সুফিয়ান সওরী থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে আলাহর সালাত বলতে রহমত এবং ফেরেশতাদের সালাত বলতে ইস্তেগফার বুঝানো হয়েছে (তাফসীর ইবন কাসীর)।

কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে দরূদ পড়া সুন্নত, যেমন আজানের পর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শোনার পর এবং জুমআর দিনরাতে বেশি বেশি দরূদ পড়া সুন্নত।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এবং সমস্ত মুসলমানকে তোমার দীন বুঝার ও তোমার দীনের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার তওফিক দান করুন এবং তোমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরার ও বিদয়াত থেকে সতর্ক থাকার তওফিক দান করুন। আমরা তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। তুমি সর্বোত্তম দাতা ও দয়ালু।

হে আল্লাহ, আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর বংশধর ও তাঁর সাহাবাদের ওপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে শবে মিরাজ উদ্‌যাপনের হুকুম

নিঃসন্দেহে ইস্‌রা ও মিরাজ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে বড় একটি নিদর্শন। যা রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা ও তাঁর আল্লাহর নিকট প্রিয় পাত্র হওয়ার বড় প্রমাণ। সঙ্গে সঙ্গে এর দ্বারা আল্লাহর অসীম কুদরত এবং তিনি যে সৃষ্টিকুলের ওপরে রয়েছেন তাও প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

(سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.)

"পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন আল মাসজিদুল হারাম থেকে আল মাসজিদুল আকসা[২] পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (আল-ইসরা:১)

মুতাওয়াতির বা বহু বর্ণনাকারীর সূত্রে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশ ভ্রমন করেছেন। তাঁর জন্য আকাশ সমূহের দরজা খুলে দেয়া হয়, তিনি সপ্তম আকাশ অতিক্রম করেন, অতঃপর তাঁর রব তাঁর সাথে কথা বলেন এবং তাঁর ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন।

প্রথমত আল্লাহ তাআলা পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন, অতঃপর আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত সংখ্যা কমানোর জন্য আল্লাহর নিকট বারবার দরখাস্ত করেন, যার ফলে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত চূড়ান্ত করে দেন। আল্লাহ তাআলা আরো ঘোষণা দেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ, তবে প্রতিদান পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের বরাবর দেয়া হবে, কারণ প্রত্যেক নেকীর বদলা তার দশগুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।

ইসরা ও মিরাজ কোন রাতে সংঘটিত হয়েছিল সহিহ হাদিসে তার নির্দিষ্ট তারিখের কোন বর্ণনা নেই। যা রয়েছে তা আবার মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট প্রমাণিত নয়।

মিরাজের তারিখ নির্দিষ্ট না থাকার পেছনে আল্লাহর বিরাট রহস্য ও হিকমত রয়েছে। দ্বিতীয়ত এর তারিখ নির্ধারিত থাকার পেছনে ধর্মীয় কোন ফায়দা ছিল না, আর না থাকাতে কোন ক্ষতিও নেই। কারণ এ রাতে নির্দিষ্ট কোন ইবাদত বা এ রাতকে গুরুত্ব প্রধান করার কোন বিধান ইসলামে নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম এ রাতে কোন অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেননি। যদি শবে মিরাজ উদ্‌যাপন সওয়াব বা বৈধ কাজ হত তবে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করতেন এবং উম্মতকে তা বাতলে যেতেন। আর সাহাবায়ে কেরাম আমাদের পর্যন্ত তা পৌঁছে দিতেন। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত উম্মতের প্রয়োজনে সব কিছুই নকল করেছেন, এ ব্যাপারে তাঁরা সামান্য শিথিলতা প্রর্দশন করেননি। আরেকটি বিষয় প্রণিধান যোগ্য যে, সাহাবায়ে কেরাম কল্যাণের ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী ছিলেন, যদি শবে মিরাজ উদ্‌যাপন শরিয়ত সম্মত হত, তবে সে ব্যাপারে তাঁরাই সবার আগে থাকতেন।

---

[২] ফিলিস্তীনে অবস্থিত বাইতুল মাকদিস, যা মুসলমানদের প্রথম কিবলা ছিল।

অতএব, শবে মিরাজের ওপর গুরুত্ব প্রদান, শবে মেরাজ উদ্‌যাপন ইত্যাদি ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তা উম্মতের নিকট পৌঁছে যেতেন। যেহেতু তিনি তা করেননি, তাই প্রমাণিত যে, শবে মিরাজের আনুষ্ঠানিকতা ইসলামি কোন বিষয় নয়। আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের জন্য তাদের দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন ও অফুরন্ত নেয়ামত দিয়েছেন এবং এ দীনের মধ্যে যে ব্যক্তি নতুন কিছু প্রবর্তণ করবে যার তিনি অনুমোদন দেননি তাকে তিনি অপছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

(اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً)

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।" (মায়িদা: ৩) আল্লাহ তাআলা বলেন:

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْ لاَ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ)

"তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।" (সূরা: শূরা:২১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, বিদয়াত মাত্রই গুমরাহী বা ভ্রষ্ঠতা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। যেমন বুখারি ও মুসলিমে এসেছে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন:

"যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনে কোন নয়া বিষয় প্রবর্তন করল যা এই দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত।"

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে:

"যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে আমাদের অনুমতি নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"

সহিহ মুসলিমে রয়েছে জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুময়ার খুৎবায় বলতেন:

"নিশ্চয় সর্বোত্তম হাদিস হল আল্লাহর কিতাব আল কুরআন আর সর্বোত্তম হিদায়েত হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়েত। নিকৃষ্টতম বিষয় হল বিদয়াত আর প্রত্যেক বিদয়াতই গুমরাহী বা ভ্রষ্টতা।"

হাদিসের সুনান গ্রন্থসমূহে রয়েছে এরবায বিন সারিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত হৃদয় স্পর্শী এক ভাষণ দিলেন এতে (আমাদের) হৃদয় প্রকম্পিত হয়ে উঠল, চোখ অশ্রুস্নাত হয়ে গেল, অতঃপর, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ যেন মনে হচ্ছে বিদায়ীর ভাষণ, অতএব আমাদের কে অসিয়ত করুন। অতঃপর তিনি বললেন: তোমাদেরকে অসিয়ত করছি আল্লাহকে ভয় করার এবং শোনা ও মানার , যদিও তোমাদের নির্দেশ দাতা কোন গোলাম হয়। আমার পর তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে বহু মতবিরোধ দেখতে পাবে, এমতাবস্থায় তোমরা

অবশ্যই আমার সুন্নত ও হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নত অবলম্বন করবে। আর তা অত্যন্ত মজবুত ভাবে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরবে, দীনের ব্যাপারে নয়া নয়া বিষয় তথা বিদয়াত থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকবে। কারণ, সব নয়া বিষয়ই বিদয়াত, আর সব ধরনের বিদয়াত গুমরাহী। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম) এই বিষয়ে আরো অনেক হাদিস রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ এবং তাঁদের পর সালাফে সালেহিনগণ বিদয়াত থেকে বিরত থাকার জন্য হুশিয়ারি উচ্চারণ ও ভীতি প্রদর্শন করেছেন। মূলত বিদয়াত দীনের মধ্যে অতিরঞ্জিত এবং আল্লাহ যার অনুমতি দেননি তার প্রবর্তণ বৈ কিছু নয়। বরং তা আল্লাহর শত্রু ইহুদি ও খৃষ্টান জাতির ন্যায় দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও নয়া নয়া জিনিসের উদ্ভাবন মাত্র। যার কারণে দীন ইসলামের ওপর অসম্পূর্ণতার অপবাদ বর্তায়। আর এটাই হচ্ছে বড় ধরনের ফাসাদ ও জঘন্য অপরাধ এবং আল্লাহর বাণী (اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ)-এর সাথে সাংঘর্ষিক ও বিদয়াতের ভয়াবহতায় বর্ণিত হাদিসসমূহের বিরুদ্ধাচারণ।

আশা করি সত্যান্বেষীর জন্য শবে মিরাজ উদ্‌যাপন বাতুলতা প্রমাণ হওয়ার জন্য উপস্থাপিত এসব প্রমাণাদীই যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের পরস্পর কল্যাণকামী হতে ও অবিক্রিতভাবে তাঁর দীন প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বরং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে বাতলে দিয়েছেন যে, দীনি ইলম গোপন করা হারাম। তাই লেখক দেশে দেশে প্রচলিত এসব বিদয়াত থেকে মুসলমানদের সতর্ক করা প্রয়োজন মনে করছেন।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন সমস্ত মুসলমানের অবস্থা সংশোধন করেন, দীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন। আর তিনি আমাদেরকে এবং বিশেষ করে তাদেরকে (যারা বিদয়াতে লিপ্ত) সত্য আঁকড়ে ধরা ও তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং সত্য পরিপন্থি বিষয় থেকে বেঁচে থাকার তওফিক দান করেন।

আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর বংশধর ও সাহাবিগণের প্রতি দরূদ, সালাম ও বরকত দান করুন।

তৃতীয় প্রবন্ধ
কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে
শবে বারাত উদ্‌যাপনের হুকুম

আল্লাহ তাআলা বলেন:

(اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً)

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।" (মায়িদা:৩) এবং আল্লাহ তাআলা বলেন:

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ)

"তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?" (সূরা: শূরা:২১)

বুখারি-মুসলিমে রয়েছে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "যে আমাদের এই দীনে নয়া প্রথা আবিস্কার করল যা এই দীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত।"

মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে: "যে ব্যক্তি এমন আমল করল যে ব্যাপারে আমাদের অনুমতি নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"

সহিহ মুসলিমে রয়েছে জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুময়ার খুৎবায় বলতেন: "নিশ্চয় সর্বোত্তম হাদিস হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হেদায়েত হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়েত। নিকৃষ্টতম বিষয় হলো বিদয়াত আর প্রত্যেক বিদয়াতই গুমরাহী বা ভ্রষ্টতা।"

এ ছাড়াও এ বিষয়ে আরো আয়াত ও হাদিস রয়েছে। যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের জন্য দীনকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। তাঁর নেয়ামত তথা অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করেছেন।

উম্মতের নিকট পরিপূর্ণভাবে এ দীন পৌঁছানোর পরই তিনি তাঁর নবীর মৃত্যু দান করেন। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর উম্মতের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়তের সব বিধান বর্ণনা করে দিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর ইন্তিকালের পর কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ যে সমস্ত বিষয় নতুনভাবে আবিস্কার করে দীন ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করবে তা সম্পূর্ণই বিদয়াত, যা তার আবিস্কারকের দিকেই প্রত্যাখ্যান করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ ও পরবর্তী ইসলামের মনীষীবগণ এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন, তাই তাঁরা এসব বিদয়াত অপছন্দ করেছেন এবং তা থেকে দূরে অবস্থান করে সুন্নত আকঁড়ে ধরার উপদেশ দিয়েছেন ও এ বিষয়ে বিভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন। যেমন ইবনে ওজ্জাহ, তারতুশী ও আবূ শামাহ প্রমূখ।

কতিপয় অসাধু লোকেরা যেসব বিদয়াত চালু করেছে তার মধ্যে ১৪ই শাবানের রাত্রি বা শবে বরাতের বিদয়াত অন্যতম। এ দিবসটি সওমের জন্য নির্ধারণ করার নির্ভর যোগ্য কোন দলীল নেই। এর রাতের ফজিলত সম্পর্কে জঈফ বা দুর্বল যেসব হাদিস রয়েছে তার ওপর নির্ভর করা জায়েজ নয়।

শবে বরাতের সালাতের ফজিলত সম্পর্কে যেসব হাদিস রয়েছে তা সবই বানোয়াট ও জাল। তাই বহু উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। আমরা নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করব। ইনশাআল্লাহ ।

অধিকাংশ আলেমের মত:

শবে বরাত উদ্‌যাপন করা বিদয়াত, এর ফজিলত বিষয়ে বর্ণিত সমস্ত হাদিসই দুর্বল আর কতক হাদিস রয়েছে বানোয়াট বা জাল। দুর্বল হাদিসের ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে ইবনে রজব তার "লাতাইফুল মারিফ" কিতাবে বলেনঃ যে ইবাদতের মূল বিষয়টি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, সে এবাদতের ব্যাপারে দুর্বল হাদিস গ্রহণযোগ্য। আর শবে বরাত উদ্‌যাপন ব্যাপারে এমন কোন সহিহ হাদিস নেই, যার ওপর ভিত্তি করে দুর্বল হাদিস গ্রহণ করা যায়। আবূল আব্বাস শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইমিয়া রাহেমাহুল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ এ নীতি বর্ণনা করেন।

প্রিয় পাঠক! এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতামত আপনার অবগতির জন্য পেশ করছি।

মানুষ যে বিষয়ে মতভেদ করবে সে বিষয়টি আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব। এটাই আলেমদের সর্ব সম্মত মত। অতএব, কুরআন ও হাদিসে যে সব ফয়সালা রয়েছে বা তার কোন একটিতে রয়েছে তাই শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত এবং তা অনুসরণ করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যে সব মাসয়ালা কুরআন হাদিস বিরোধী তা প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব। আর যে ইবাদত কুরআন ও সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়নি তা বিদয়াত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

(يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً)

"হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ইমান রাখ। এটা উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।" (সূরা নিসা:৫৯)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

(وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ)

"আর যে কোন বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে।" (সূরা: শূরা:১০)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ)

"বল, 'যদি তোমরা আলাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আলাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আলাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।" (সূরা আল ইমরান: ৩১)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً)

"অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" (সূরা নিসা:৬৫)

এ বিষয়ে আরো আয়াত রয়েছে, যা মতভেদপূর্ণ বিষয়কে কুরআন ও সুন্নতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া এবং কুরআন ও সুন্নতের ফয়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া ওয়াজিব প্রমাণ করে। এটাই ইমানের দাবী এবং এতেই রয়েছে বান্দার ইহকাল ও পরকালের মুক্তি।

হাফেজ ইবনে রজব রাহেমাহুল্লাহ তাঁর "লাতায়েফুল মাআরিফ" কিতাবে এ বিষয়ে উল্লেখিত আলোচনার পর বলেনঃ "শামের তাবেয়ি, যেমন খালেদ ইবনে মাদান, মাকহুল, লোকমান ইবনে আমের প্রমূখ শবে বরাতের সম্মান করত এবং তাতে ইবাদতের জন্য পরিশ্রম করত। তারা শবে বরাতের ফজিলত ও মর্যাদার ব্যাপারে অনেকের থেকে বিভিন্ন বর্ণনা গ্রহণ করেন। কথিত রয়েছে যে, তাদের নিকট এ বিষয়ের মূল পুঁজি হচ্ছে ইসরাঈলী কতক বর্ণনা। অতঃপর তাদের থেকে বিভিন্ন দেশে যখন এর প্রচার শুরু হয়, তখনই লোকদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়। কুরআন-হাদিসে এর ভিত্তি না থাকায় কেউ কেউ একে পুরোপুরি পত্যাখ্যান করেন। আর কেউ কেউ তাদের ওপর ভরসা করে একে গ্রহণ করেন ও তাদের সাথে একমত পোষণ করেন। তাদের মধ্যে আহলে বসরার (ইরাকের) একদল আবেদ ও আরো কিছু লোক রয়েছে।

হিজাযের (মক্কা-মদীনার) অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এটাকে অপছন্দ করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আতা ও ইবনে আবি মুলাইকা। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম মদিনার ফকিহদের নিকট এ বিষয়টি প্রত্যাখ্যাত বলে বর্ণনা করেন। ইমাম মালেক, তার অনুসারী ও অন্যান্য আলেমদের মতও এরূপ যে, শবে বরাতের সব কিছু বিদয়াত।

যারা শবে বরাতের পক্ষালম্বন করেন যেমন শামের উলামায়ে কিরাম তারা আবার শবে বরাত পালনের পদ্ধতি নিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছেন।

প্রথম মত: শবে বরাত মসজিদে জামায়াত বদ্ধভাবে উদযাপান করা মুস্তাহাব। খালেদ বিন মাদান, লোকমান বিন আমির প্রমূখ ব্যক্তিগণ শবে বরাতে উত্তম পোশাক পরিধান করতেন, সুগন্ধী ও সুরমা ব্যবহার করতেন এবং মসজিদে রাত্রি যাপন করতেন। ইসহাক ইবনে রাহওয়াই তাদেরকে এ ব্যাপারে সমর্থন করেন এবং তিনি জামাআত বদ্ধভাবে মসজিদে এ রাত যাপনের ব্যাপারে বলেন: এটা বিদয়াত নয়। হারব কিরমানি তার মাসায়েল কিতাবে এটা উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় মত: শবে বরাতে মসজিদে সালাত, কিসসা কাহানী ও দোয়া-প্রার্থনার জন্য একত্রিত হওয়া মাকরূহ, তবে একাকী সালাত আদায় করা মাকরূহ নয়। এটা আহলে শামের ইমাম ও ফকীহ আউযায়ীর মত এবং এটাই ইনশাআল্লাহ সঠিক মত।

শবে বরাতের ব্যাপারে ইমাম আহমদের কোন মত জানা যায়নি, তবে এ রাত্রি জাগরণ মুস্তাহাবের ব্যাপারে তাঁর নিকট থেকে দুটি বর্ণনা নকল করা হয়ঃ তাঁর উভয় বর্ণনার সঙ্গে দুই ঈদের রাত্রি যাপন

প্রসঙ্গও রয়েছে। এক বর্ণনায় তিনি বলেন, দলবদ্ধভাবে রাত্রি জাগরণ মুস্তাহাব নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা থেকে তা প্রমাণিত নয়।

তিনি অন্য বর্ণনায় বরাতের রাত জাগরণকে মুস্তাহাব বলেছেন। তার দলিল: এটা আব্দুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন আসওয়াদ পালন করেছেন। আর তিনি তাবেয়িদের একজন।

মূলত শবে বরাত উদ্‌যাপনের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা থেকে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। তবে শামের কতক ফকিহ তাবেয়িদের থেকে তা বর্ণিত হয়েছে।" হাফেয ইবনে রজব রহমাতুল্লাহি আলাইহির বক্তব্য এখানেই শেষ।

তার বক্তব্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, শবে বরাত উপলক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবাগণ থেকে কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই। তবে আউযায়ী রাহেমাহুল্লাহর একাকী শবে বরাত উদ্‌যাপনের বৈধতার রায় দেয়া এবং সে রায় হাফেজ ইবনে রজবের ইখতিয়ার করা আশ্চর্যের ব্যাপার! কারণ, যেসব বিষয় শরয়ি দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত নয় তা মুসলমানের জন্য পালন করা জায়েজ নয়। হোক না তা একাকী বা জামাতবদ্ধ কিংবা গোপন বা প্রকাশ্যে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী "যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে আমাদের অনুমতি নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" (মুসলিম)-এর ফলে এসব কিছুই পরিত্যাজ্য।

ইমাম আবূ বকর তারতুশী রাহেমাহুল্লাহ তার "আল হাওয়াদেস ওয়াল বিদায়া" কিতাবে যা বলেন তা নিম্নরূপ: "ইবনে উজ্জাহ যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: আমরা আমাদের কোন শায়খ ও আমাদের কোন ফকিহকে শবে বরাতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে দেখিনি এবং তাঁরা মাকহুলের কথাকে কোন মূল্য দেননি, এমনকি শবে বরাতের অন্যান্য আমলের ওপর কোন ফজিলত আছে বলে মনে করেননি।"

ইবনে আবি মুলাইকাকে বলা হয়েছিল, যিয়াদ নুমাইরী বলে, শবে বরাতের ফজিলত শবে কদরের ফজিলতের সমান। তা শুনে তিনি বলেন: আমি যদি তাকে বলতে শুনতাম আর আমার হাতে লাঠি থাকতো তবে অবশ্যই তাকে প্রহার করতাম। যিয়াদ ছিল একজন গল্পবাজ।

আল্লামা শাওকানি রাহেমাহুল্লাহু "আল ফাওয়াইদ আলমাজমূয়াহ" কিতাবে বলেন; "হে আলী যে ব্যক্তি শবে বরাতে একশত রাকআত সালাত আদায় করল আর তার প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা ও কুলহুআল্লাহু আহাদ দশবার করে পড়ল আল্লাহ তার যাবতীয় প্রয়োজন অবশ্যই পূর্ণ করবেন ..."। এ হাদিসটি বানোয়াট ও জাল। এ হাদিসে বর্ণিত শব্দসমূহে ইবাদতকারীর যে সওয়াবের উল্লেখ রয়েছে তাতে ভাল মন্দের জ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তি বর্ণিত হাদিসটি বানোয়াট হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। এ হাদিস বর্ণনাকারীরা অপরিচিত ও অজ্ঞাত। এ হাদিসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সনদও রয়েছে, তবে তার প্রত্যেক সনদ বানোয়াট ও জাল এবং বর্ণনাকারীরা অজ্ঞাত। তিনি "আল মুখতাসার" কিতাবে বলেন: শবে বরাতের নামাজের হাদিস বাতিল। আলীর বরাত দিয়ে ইবনে হিব্বানে বর্ণিত হাদিস: "শবে বরাত আসলে তোমরা তার রাত জাগরণ কর এবং দিনে রোযা রাখ" বর্ণনাটি দূর্বল। হাদিসটি বায়হাকি ও ইবনে মাজাতেও রয়েছে। তিনি "আললায়ালি" কিতাবে বলেন: শবে বরাতে প্রতি রাকাতে দশবার "কুলহু আল্লাহু আহাদ" সহ একশত রাকায়াত... এর ফজিলত থাকা সত্বেও দালাইমি ও অন্যদের মতে বানোয়াট। এ হাদিসের তিনটি সূত্রের অধিকাংশ বর্ণনাকারী দুর্বল ও অজ্ঞাত। তিনি বলেন: "বার রাকায়াত ত্রিশবার "কুলহু আল্লাহু আহাদ" সহ আদায়ের হাদিসটি বানোয়াট"। "১৪ রাকআতের হাদিসটিও বানোয়াট।"

এ হাদিসের মাধ্যমে ফকিহদের একটি জামায়াত আকৃষ্ট হয়েছেন। যেমন "আল-ইহয়া"-এর লেখক ও অন্যরা। অনুরূপ আকৃষ্ট হয়েছেন মুফাস্‌সিরিনে কিরামের কতকও। তবে সন্দেহ নেই যে, শবে বরাত উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকায় যে সালাত প্রচলিত রয়েছে তা সম্পূর্ণ বাতিল। হয়তো অনেকে বলবেন, এ বক্তব্য তিরমিজিতে উল্লেখিত আয়েশার হাদিসে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাকীতে যাওয়া, বরাতের রাতে আল্লাহর পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করা এবং কালব গোত্রের ছাগলের পশমের চেয়েও বেশি লোকের গোনাহ মাফ করা ইত্যাদির পরিপন্থী। আমাদের বক্তব্য যদিও এ হাদিসের পরিপন্থি নয়, তবও বলতে হচ্ছে তিরমিজি শরিফের এ হাদিসটিও দুর্বল। এতে হাদিস দুর্বল হওয়ার একটি বড় কারণ 'ইনকেতা' রয়েছে। অনুরূপ শবে বরাতে কিয়ামের ব্যাপারে আলীর হাদিসে (ইতিপূর্বে উল্লেখিত) দুর্বলতা থাকার কারণেও এ সালাত মনগড়া বা জাল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি...

হাফেজ ইরাকি বলেন: শবে বরাতের নামাজের হাদিসে রাসূলুল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করা হয়েছে।

ইমাম নববি "মাজমু" কিতাবে বলেন: সালাতুর রাগাইব নামে প্রসিদ্ধ সালাত (রজব মাসের প্রথম জুময়ার রাতে মাগরিব ও এশার মাঝে বার রাকাত সালাত) এবং শবে বরাতের একশত রাকায়াত সালাত নিকৃষ্টতম বিদয়াত।

এই দুই নামাজের বর্ণনা "কূতুল কুলূব" ও "ইহয়াউ উলূমিদ্দীন" গ্রন্থদ্বয়ে থাকায় এবং এ ক্ষেত্রে বর্ণিত (দুর্বল ও জাল) হাদিস দেখে আকৃষ্ট হওয়া যাবে না। কারণ তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল। অনুরূপভাবে যেসব আলেম এ দু'নামাজকে মুস্তাহাব প্রমাণ করার জন্য কলম ধরেছেন, তাদের কথায়ও আকৃষ্ট হওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে তাদের বিচ্যুতি ঘটেছে।

শায়খ ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনে ইসমাঈল আল মাকদেসি এ দু'নামাজের বৈধতা খন্ডনে অতি চমৎকার ও উত্তম একটি বই লিখেছেন। এ ব্যাপারে আলেমদের আরো অনেক বক্তব্য রয়েছে। যা উল্লেখ করলে আমাদের বক্তব্য খুব দীর্ঘ হয়ে যাবে। তবে আমাদের বিশ্বাস আমরা যা উল্লেখ করলাম, একজন সত্যান্বেষীর জন্য তাই যথেষ্ট।

উপরোক্ত আয়াত, হাদিস ও উলামায়ে কিরামের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হল যে, শবে বরাতের সালাত ও এ দিনে বিশেষ করে রোযা রাখা বা অন্যান্য এবাদতের মাধ্যমে শবে বরাত উদ্‌যাপন করা উলামায়ে কিরামের নিকট নিকৃষ্টতম বিদয়াত। পূত-পবিত্র শরিয়তে এর কোন ভিত্তি নেই বরং তা ইসলামের মধ্যে সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর পরবর্তী যুগে আবিস্কৃত হয়েছে।

অতএব এ বিষয়ে এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ে সত্যান্বেষীর জন্য আল্লাহ তাআলার বাণী:

(ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম।" (মায়িদা:৩)-ই যথেষ্ট।

আরো যথেষ্ট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: "যে আমাদের এ দীনে কোন নয়া বিষয় প্রবর্তন করল যা এ দীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত"। (বুখারি-মুসলিম) সহিহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমরা জুময়ার রাত্রিকে অন্যান্য রাতের মধ্যে কিয়ামের জন্য নির্ধারণ করো না, অনুরূপ ভাবে অন্যান্য দিনের মধ্যে জুময়ার দিনকে রোযার জন্য নির্ধারণ করো না, তবে তোমাদের কারো কোন নির্দিষ্ট রোযা উক্ত দিনে পতিত হয় তা ভিন্ন ব্যাপার।"

অতএব, কোন ইবাদতের জন্যে যদি কোন রাত্রিকে (সহিহ দলীল ব্যতীত) নির্ধারণ করা জায়েয থাকত তবে জুমআর রাত অবশ্যই অন্যান্য রাতের চেয়ে অগ্রাধিকার পেত। কারণ জুমার দিন অন্য সব দিনের চেয়ে উত্তম দিন। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য রাত্রির মধ্যে জুময়ার রাত্রিকে ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সতর্ক করে দিয়েছেন, এ থেকে বুঝা যায় যে জুময়ার রাত ব্যতীত অন্যান্য রাতকে ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করা তো অবশ্যই নিষেধের আওতায় পড়ে।

অতএব, শবে বরাতকে সহিহ দলীল ব্যতীত কোন ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে শবে কদর ও রমযানের রাত্রি সমূহ ইবাদতের মাধ্যমে উদ্‌যাপনের বৈধতা রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে সজাগ করেছেন এবং উম্মতকে এ রাত জাগরণে উৎসাহিত করেছেন এবং নিজে তা পালন করেছেন যেমন বুখারি-মুসলিমে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যে ব্যক্তি প্রকৃত ইমান ও নেকির প্রত্যাশা নিয়ে রমযানের রাত্রি যাপন করল আল্লাহ তার বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দিবেন। (বুখারি-মুসলিম ও সুনানে আরবায়াহ) তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি প্রকৃত ইমান ও নেকির প্রত্যাশা নিয়ে লাইলাতুল কদর যাপন করল আল্লাহ তার বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দিবেন"। (বুখারি)

তবে শবে বরাত, রজব মাসের প্রথম জুময়া ও শবে মিরাজ যদি কোন আনুষ্ঠানিকতা বা কোন ইবাদতের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা শরিয়ত সম্মত হতো তবে নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই তার নির্দেশনা দিতেন বা নিজে পালন করতেন; আর তিনি যদি তা পালন করতেন তবে সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম অবশ্যই তা উম্মতদের নিকট পৌঁছে দিতেন তাঁরা এসব গোপন করতেন না। তাঁরা নবীদের পর মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উম্মতের সর্বোত্তম শুভাকাঙ্ক্ষী। আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রাজী হোন এবং তাদেরকে রাজী করুন।

এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে রজব মাসের প্রথম জুময়ার রাত্রি ও শবে বরাতের ফজিলতের ব্যাপারে কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই। অতএব, এসব উদ্‌যাপন করা ইসলামের বিদয়াত। অনুরূপ কোন প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে এ রাতগুলো নির্দিষ্ট করাও বিদয়াত।

অনুরূপ ২৭শে রজবের রাত সম্পর্কে কতিপয় লোকের ধারণা যে এটা মিরাজের রাত। উপরোক্ত প্রমাণের আলোকে প্রমাণিত হল যে, এ রাত কোন ইবাদতের দ্বারা নির্দিষ্ট করা বা তাতে কোন অনুষ্ঠান পালন করা না জায়েয। ওলামায়ে কিরামের মতের ভিত্তিতে সহিহ কথা হলো যে, শবে মিরাজের তারিখ অজ্ঞাত, আর যে ব্যক্তি বলে যে মিরাজ ২৭শে রজব, তার কথা বাতিল ও সহিহ হাদিসসমূহে এর কোন ভিত্তি নেই।

এ সম্পর্কে জনৈক মনীষী খুব চমৎকার বলেছেন:

وخير الأمور السالفات على الهدى **** وشر الأمور المحدثات البدائع

সর্বোত্তম ও সঠিক হিদায়াতের ওপর ভিত্তি হলো সালাফে সালেহীনের তরিকা, আর যাবতীয় কাজের সর্ব নিকৃষ্ট কাজ হলো নবাবিস্কৃত বা বিদয়াতসমূহ।

আল্লাহর নিকট প্রর্থানা করি তিনি যেন আমাদেরকে ও সমস্ত মুসলামানকে সুন্নতে রাসূল মজবুতভাবে ধারন করার ও তার প্রতি অটল থাকার এবং সুন্নত পরিপন্থী বিষয় থেকে বেঁচে থাকার তওফিক দান করেন, তিনিই পরম দাতা-দয়ালু।

আল্লাহ তার বান্দা ও রাসূল, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বংশধর ও সমস্ত সাহাবীর প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

চতুর্থ প্রবন্ধ

মসজিদে নববীর কথিত খাদেম শায়খ আহমাদের কাল্পনিক স্বপ্নের অপনোদন

আলোচ্য রিসালাটি আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন বাজের পক্ষ থেকে যারা এ বিষয়ে অবগত হয়েছেন তাদের নিকট "আল্লাহ্ তাদের দীনকে হেফাজত করুন এবং তিনি আমাদের ও তাদেরকে অজ্ঞতা ও হীন মানষিকতার অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন।" আমীন।

আমি মসজিদে নববি শরিফের কথিত খাদেম শায়খ আহমদের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি লিফলেট সম্পর্কে অবহিত হই। যার শিরোনাম: "এটা মদীনা মোনাওয়ারা থেকে মসজিদে নববি শরিফের খাদেম শায়খ আহমদের পক্ষ থেকে একটি অসিয়ত নামা"

অসিয়ত নামার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

"আমি জুময়ার রাতে জাগ্রত অবস্থায় কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করছিলাম এবং আল্লাহর আসমায়ে হুসনা বা সুন্দর নামসমূহ তেলাওয়াত শেষ করে যখন ঘুমের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি এমতাবস্থায় নয়ন জুড়ানো সুদর্শনের মূর্ত প্রতীক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নেতা, কুরআনের আয়াত ও শরিয়তের বিধি-বিধানসহ সমস্ত জগতের প্রতি রহমত স্বরূপ এসেছিলেন।

তারপর তিনি বলেন: ওহে শায়খ আহমাদ! আমি বললাম: লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্, হে আল্লাহর সৃষ্টির সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন: আমি মানুষের অপকর্মে দারুণ লজ্জিত, আমি আমার প্রতিপালক ও ফিরেশতাদের সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাত করতে পারব না। কারণ, এক জুময়া থেকে দ্বিতীয় জুময়া পর্যন্ত এক লক্ষ ষাট হাজার লোক বেদীন হয়ে মারা গেছে। অতঃপর মানুষ যে সমস্ত পাপে নিপতিত তার কতিপয় তিনি বর্ণনা করেন, তার পর বলেন: তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ এটা একটি অসিয়তনামা। অতঃপর তিনি কিয়ামতের কতিপয় আলামত বর্ণনা করেন... এভাবে আরো কিছু বর্ণনার পর বলেন: হে শায়খ আহমাদ! তাদেরকে এই অসিয়ত সম্পর্কে জানিয়ে দাও, কারণ, এটা লাওহে মাহফূজ থেকে ভাগ্যলিপি স্বরূপ বর্ণিত। আর যে ব্যক্তি এ অসিয়ত নামা ছাপাবে এবং তা এক দেশ থেকে অন্য দেশ ও একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাঠাবে তার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা তৈরী করা হবে। আর যে তা ছাপিয়ে প্রচার করবে না তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত হারাম। যে ব্যক্তি তা ছাপাবে, যদি সে ফকীর হয় আল্লাহ্ তাকে ধনী করবেন অথবা যদি ঋণগ্রস্থ হয় আল্লাহ্ তার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন অথবা যদি তার গুনাহ্ থাকে তবে আল্লাহ্ এ অসিয়তের বরকতে তাকে ও তার পিতামাতাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহর যে বান্দা তা ছাপাবে না দুনিয়া ও আখেরাতে তার চেহারা কাল হয়ে যাবে।

তারপর সে বলল: আল্লাহ্ আকবার (তিনবার) এটা সত্য ঘটনা, আর যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তবে দুনিয়া থেকে আমি বেদীন হয়ে বিদায় হব। আর যে এটা সত্য মনে করবে সে জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি পাবে আর যে তা মিথ্যা মনে করবে সে কুফরি করবে।

এ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর মিথ্যা অপবাদে ভরপুর অসিয়তনামার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ভ্রান্ত অসিয়ত নামার জবাব

আমরা এ মিথ্যা অসিয়ত কয়েক বছর থেকে অনেকবার শুনেছি যা সাধারণ মানুষের মাঝে বিভিন্ন সময় বিভন্নভাবে প্রচার করা হচ্ছে। যার বক্তব্যের মাঝে রয়েছে গড়মিল। যেমন মিথ্যাবাদী অসিয়তকারী বলেঃ সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিদ্রায় দেখেছে, অতঃপর তিনি তাকে এ অসিয়তনামা প্রদান করেন। আর এ অসিয়তনামার সর্ব শেষ রয়েছে যে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তখন দেখে, যখন সে নিদ্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঘুমের মধ্যে নয়, অতএব, অর্থ দাঁড়াল সে তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে।

এ অসিয়তের মাধ্যমে এ মিথ্যুক বহু অবান্তর ধারনার জন্ম দিয়েছে, যা স্পষ্ট মিথ্যা ও বাতিল। সে সম্পর্কে আমি নিম্নে আলোচনা করছি।

আমি এর মিথ্যা ও বাতুলতা সম্পর্কে বিগত বছরে লোকদেরকে সতর্ক করেছি। সর্বশেষ আমি যখন এ লিফলেট সম্পর্কে অবগত হই, তখন আমার মনে হল যে, এ ব্যাপারে কিছু লিখব কিনা? কারণ, এর অসারতা ও বাতুলতা এবং এ মিথ্যার জন্মদানকারীর দুঃসাহস অবশ্যই প্রতিহত করার মত। আমি ভাবতেও পারিনি যে এর পাগলামী সামান্য অন্তর্দৃষ্টি ও সঠিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট প্রশ্রয় পেতে পারে। তবও অনেকের নিকট জানতে পারলাম যে, এ ঘটনা অধিকাংশ লোকের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে ও তাদের পরস্পরের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের কেউ কেউ একে সত্যও মনে করছে।

এসব কারণে আমি দেখলাম যে, বিষয়টির ভ্রান্ততা প্রকাশ করার জন্য আমার কিছু লিখা প্রয়োজন। কারণ, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর মিথ্যা অপবাদ, এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করা প্রয়োজন। জ্ঞানী, ইমানদার, সঠিক বিবেক সম্পন্ন ও প্রকৃত স্বভাবের লোক এ ব্যাপারে সামান্য চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে এটা মিথ্যা ও বানোয়াট।

আমি শায়খ আহমদ তথা এ মিথ্যাচার যার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় তার কতিপয় আত্মীয়-স্বজনকে এ অসিয়তের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা জবাব দেয় যে এটা অবশ্যই শায়খ আহমাদের ওপর মিথ্যারোপ। তিনি কখনও তা বলেননি। উল্লেখিত শায়খ আহমদ অনেক দিন পূর্বে ইন্তিকাল করেন। যদিও আমরা মেনে নেই যে শায়খ আহমদ বা তার চেয়ে বড় কেউ নিদ্রায় বা জাগ্রত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন এবং তিনি তাকে এ অসিয়ত করেছেন, তবুও আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করব যে, এটা মিথ্যা অথবা শয়তান তাকে প্রতারিত করেছে এবং তিনি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না তারও বহু কারণ রয়েছে। যথা :

প্রথম কারণঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ইন্তিকালের পর জাগ্রত অবস্থায় দেখা সম্ভব নয়। যারা সূফীবাদের অজ্ঞতার শিকার হয়ে বলবে যে, সে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে অথবা তিনি মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন বা এ ধরনের অন্য কিছু ঘটে, তবে জ্ঞান করতে হবে তারা পথভ্রষ্ট। তারা এ ধারণা পোষণ করে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত এবং আলেমদের ঐক্যমতের বিরোধিতা করল। কারণ, মৃত ব্যক্তিরা একমাত্র কিয়ামতের দিন তাদের কবর থেকে বের হবে। পৃথিবীতে তার পূর্বে আর বের হবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

(ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ)

"এরপর অবশ্যই তোমরা মরবে। তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে।" (মুমিনূনঃ১৫-১৬)

সুতরাং আল্লাহ তাআলা খবর দিয়েছেন যে, মৃতদের পুনরুত্থান হবে কিয়ামতের দিন, পৃথিবীতে নয়। আর যে এর ব্যতিক্রম বলবে সে মিথ্যাবাদী, ভুলের মধ্যে নিপতিত বা তার মতিভ্রম ঘটেছে। সে এ সত্য বুঝতে অক্ষম যা সালাফে সালেহিন বুঝেছেন এবং যার ওপর রাসূলের সাহবাগণ ও তাঁদের অনুসারীগণ চলেছেন।

দ্বিতীয় কারণ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর হক বা সত্যের বিপরীত কখনও বলেননি, অথচ এ অসিয়তনামা বিভিন্নভাবে তাঁর শরিয়তের সরাসরি বিরোধী। যেমন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কখনও কখনও স্বপ্নে দেখা যায়, আর যে ব্যক্তি স্বপ্নে তাঁর আকৃতি মুবারক দেখল সে যেন তাঁকেই দেখল, শয়তান তাঁর আকৃতি ধারন করতে পারে না। সহিহ হাদিস দ্বারা এটাই প্রমাণিত। তবে এ ব্যাপারগুলো যে স্বপ্ন দেখবে তার ইমান, সত্যবাদীতা, ন্যায়পরায়ণতা, স্মৃতিশক্তি, দীনদারী ও আমানতদারীর ওপর নির্ভরশীল। কথিত এ ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ, সে নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখল? নাকি (তাঁর নামে) অন্য আকৃতি দেখল?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস যদি অনির্ভর ও দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হয়, তবে তার ওপর নির্ভর করা যায় না এবং তা দিয়ে দলিলও পেশ করা যায় না। অথবা কোন হাদিস নির্ভর যোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েও যদি এর চেয়ে শক্তিশালী কোন সূত্রের বর্ণিত হাদিসের বিপরীত হয় এবং উভয় বর্ণনার মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব না হয় তবে দুটির মধ্যে একটি হবে মানসূখ যার ওপর আমল করা যাবে না, দ্বিতীয়টি হবে নাসেখ যার ওপর শর্ত সাপেক্ষে আমল করা যাবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে যে বর্ণনার সূত্র তুলনামূলক দুর্বল তা বর্জন করা হবে।

অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনাকৃত এ অসিয়তের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হতে পারে? যার অসিয়তকারী অজ্ঞাত এবং যার আমানতদারী অজ্ঞাত..., নিশ্চয় তা বর্জনীয় এবং এর দিকে ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। যদিও তাতে শরিয়ত বহির্ভুত কোন কিছু না থাকে। আর যে অসিয়তনামা এমন অলীক বিষয় সম্বলিত যার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে, এ অসিয়তনামা ভ্রান্ত, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর মিথ্যারোপ এবং আল্লাহ তাআলার শরিয়তের বহির্ভূত, তার ওপর কিভাবে বিশ্বাস করা যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি এমন কিছু বলল সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়।"[৩]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেননি এ মিথ্যুক তাঁর নামে তাই রটনা করেছে এবং তাঁর প্রতি স্পষ্ট মিথ্যারোপ করেছে। অতএব, সে যদি তা থেকে তওবা না করে এবং মানুষের মাঝে এ অসিয়তের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে মিথ্যারোপ করা হয়েছে তা প্রকাশ না করে তবে তার প্রতি এ কঠোরতা ও হুশিয়ারী যথাযথ বর্তাবে। কারণ, যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে বাতিল কিছু প্রচার করল এবং তা দীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করল তার তওবা ঘোষণা ও প্রচার করা ব্যতীত কবুল হয় না। যাতে মানুষ তার প্রচারিত মিথ্যা থেকে হেফাজত থাকতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

---

৩. হাদিসটির অন্যান্য বর্ণনাও রয়েছে যেমন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করল সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (বুখারী - মুসলিম এবং এটি ইমাম আহমাদ, তিরমিজি, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক সূত্রই বিশুদ্ধ।

(إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِيْ الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُوْنَ إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُوْلَئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.)

"নিশ্চয় যারা গোপন করে সু-স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হিদায়েত যা আমি নাযিল করেছি, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর, তাদেরকে আলাহ লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করে। তারা ছাড়া, যারা তাওবা করেছে, শুধরে নিয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। অতএব, আমি তাদের তাওবা কবূল করব। আর আমি তাওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।" (বাকারা:১৫৯-১৬০)

এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি সত্যের সামান্যতম গোপন করবে তা সংশোধন ও প্রকাশ করা ব্যতীত তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহি প্রেরণ করে তাঁর নিয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

(اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ)

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম।" (মায়িদা:৩)

এ অসিয়তের মাধ্যমে মিথ্যাবাদী ১৪শত হিজরিতে এসে চায় দীনের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে এবং তাদের জন্য এক নতুন শরিয়ত প্রবর্তন করতে, যে তার শরিয়ত মেনে চলবে তার জন্য জান্নাত আর যে তার শরিয়ত মেনে চলবে না তার জন্য জাহান্নাম। সে এ বানোয়াট অসিয়তকে কুরআনের চেয়ে বড় এবং শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চায়। সে এ অসিয়তের মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, "যে ব্যক্তি তা ছাপাবে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশ এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছাবে তার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা নির্মাণ করা হবে, আর যে তা ছাপিয়ে বিতরণ করবে না সে কিয়ামতের দিন নবী সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে" এটা সব চেয়ে জঘন্য মিথ্যা। এ অসিয়ত মিথ্যা হওয়ার এবং অসিয়তকারীর নির্লজ্জ হওয়ার জলন্ত প্রমাণ। কারণ, যে ব্যক্তি কুরআন শরিফ ছাপাল ও একস্থান থেকে অন্যস্থানে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিতরণ করল সে ব্যক্তি এ ফজিলতের অধিকারী হবে না, যদি সে কুরআনের ওপর আমল না করে। অতএব, এ মিথ্যার প্রকাশক ও একদেশ থেকে অন্য দেশ এর প্রচারক কিভাবে এই ফজিলত অর্জন করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন না ছাপায়, এক দেশ থেকে অন্য দেশে না পাঠায়, কিন্তু সে ইমানদার, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরিয়তের অনুসারী, সেও তাঁর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে না। এ মিথ্যাই আলোচ্য অসিয়তনামা ভ্রান্ত হওয়ার জন্য এবং তার প্রকাশকের মিথ্যুক হওয়ার জন্য ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত হিদায়েতের জ্ঞান থেকে অজ্ঞ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এ অসিয়ত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে এবং এতে আরো যা কিছু রয়েছে তাই এর ভ্রান্ত ও মিথ্যা প্রমাণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যদিও এ মিথ্যুক তার অসিয়তের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য হাজার শপথ করে এবং এর ব্যত্যয় হলে নিজের জন্য সবচেয়ে বড় আযাব ও কঠিণ শাস্তির বদদোয়া করে তবুও তা সত্য ও বিশুদ্ধ হবে না। আল্লাহর শপথ করে বলছি, এটা বড় ধরনের মিথ্যা ও জঘন্য ভ্রান্তি।

এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহ তাআলাকে এবং আমাদের নিকট উপস্থিত ফেরেশতাগণকে ও এ ব্যাপারে অবগত সকল মুসলিমকে সাক্ষী রাখলাম। কেয়ামতের দিন আমরা এ দাবি নিয়ে আমাদের রবের সাথে মিলিত হবো, যে এ অসিয়তনামা মিথ্যা এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর

জঘন্য অপবাদ। আল্লাহ তাআলা এ মিথ্যুককে লাঞ্ছিত করুন এবং তাকে তার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করুন।

উল্লেখিত বিষয় ব্যতীত আরো কতগুলো বিষয় রয়েছে যা এ অসিয়তনামা মিথ্যা ও ভ্রান্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। নিম্নে আমরা তার কয়েকটি উল্লেখ করছি।

১। আলোচ্য অসিয়তের বক্তব্য:

"এক জুময়া থেকে অন্য জুময়ার মধ্যে ১লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ বেদীন হয়ে মারা গেছে"। এটা ইলমে গায়েবের খবর, যে সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর অহির সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে, দ্বিতীয়ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত অবস্থায়ও গায়েব জানতেন না, তাই প্রশ্ন, তাঁর মৃত্যুর পর এ গায়েব জানা কিভাবে সম্ভব হল!? আল্লাহ তাআলা বলেন:

(قُلْ لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ)

"বল, 'তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি না।" (সূরা: আনয়াম:৫০)

তিনি আরও বলেন:

(قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِيْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ)

"বল, 'আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূহে ও যমীনে যারা আছে তারা গায়েব জানে না। " (নামল:৬৫)

সহিহ হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: কিছু লোককে আমার হাউজে কাউসার থেকে কিয়ামতের দিন তাড়িয়ে দেয়া হবে তখন আমি বলব: হে আমার রব! "তারা আমার উম্মত, তারা আমার উম্মত", তখন আমাকে বলা হবে: তুমি জান না তোমার মৃত্যুর পর তারা তোমার শরিয়তে কত বিদআত আবিস্কার করেছে! এ কথা শুনে আমি তাই বলব যা ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন। অর্থাৎ

(وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْداً مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ)

"আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনি ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষণকারী। আর আপনি সব কিছুর উপর সাক্ষী। " (মায়িদা:১১৭)

২। আলোচ্য অসিয়তনামা ভ্রান্ত হওয়ার দ্বিতীয় প্রমাণ:

"যে ব্যক্তি এটা ছাপাল যদি সে দরিদ্র হয় তাকে আল্লাহ ধনী করে দিবেন, অথবা যদি ঋণগ্রস্থ হয় তবে আল্লাহ তার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন অথবা তার যদি কোন গুনাহ থাকে তবে আল্লাহ তাকে ও তার পিতামাতাকে এ অসিয়তের বরকতে ক্ষমা করে দিবেন"।

এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। বরং এ মিথ্যুক যে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের নিকট খুবই নির্লজ্জ তার বড় প্রমাণ এ অসিয়ত। কারণ, এ প্রতিশ্রুতি তো কুরআন শরিফ ছাপালেও অর্জিত হবে না, সেখানে এ ভ্রান্ত অসিয়তনামা ছাপালে কিভাবে এ প্রতিশ্রুতির আশ্বাস দেয়া হয়!?

অবশ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, এ খবীস আলোচ্য অসিয়তের মাধ্যমে মানুষকে ধোকায় ফেলে আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়ত থেকে বিচ্যুত করতে চায়। শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পন্থার বাইরে ধনী হওয়ার, ঋণ পরিশোধ হওয়ার ও গুনাহ মাফের অন্য পদ্ধতি বাতলে দিয়ে সকলকে গোমরাহ করতে চায়।

আমাদের প্রার্থনা, হে আল্লাহ, তুমি আমাদের লাঞ্ছনার পথ, শয়তানের পথ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত কর।

৩। আলোচ্য অসিয়তনামা ভ্রান্ত হওয়ার তৃতীয় প্রমাণ:

"আল্লাহর যে বান্দা এটা না ছাপাবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তার চেহারা কাল হয়ে যাবে"।

এটা একটা নিছক মিথ্যা কথা। এটাও এ অসিয়ত ভ্রান্ত ও অসিয়তকারীর মিথ্যুক হওয়ার জলন্ত প্রমাণ। কোন জ্ঞানী ব্যক্তির বিবেক তা মেনে নিতে পারে না, যে ব্যক্তি এ অসিয়ত না ছাপাবে (যা ১৪শত হিজরির এক অজ্ঞাত ব্যক্তি বর্ণনা করেছে এবং যা মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর মিথ্যারোপ) দুনিয়া ও আখেরাতে তার চেহারা কাল হয়ে যাবে আর যে ছাপাবে সে দরিদ্র থেকে ধনীতে পরিণত হবে, ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পাবে এবং সে যে গুনাহ করেছে তা থেকে পরিত্রাণ পাবে, "সুবহানাল্লাহ" এটা বড় ধরনের অপবাদ।

এসব দলিল ও বাস্তবতার নিরিখে বলা যায় যে, এ অসিয়তকারী মিথ্যুক তার এ অসিয়ত আল্লাহর ওপর মিথ্যা প্রকাশের দুঃসাহস। অধিকন্তু সে আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভয় এবং মানুষের সামনে সে খুবই নির্লজ্জ। লক্ষণীয় যে, অনেকেই তো এ অসিয়তনামা ছাপায়নি তবুও তাদের চেহারা কাল হয়নি। আবার অনেক লোক পাওয়া যাবে যারা এ অসিয়ত বহুবার ছাপিয়েছে কিন্তু তাদের ঋণ পরিশোধ হয়নি, তারা এখনো দরিদ্রই রয়ে গেছে। আমরা আল্লাহর নিকট অন্তরের বক্রতা, গোনাহের মরিচা ও যা পবিত্র শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা থেকে আশ্রয় চাই। আশ্চর্যের ব্যাপার! যে মহাগ্রন্থ আল কুরআন ছাপাবে সে এ ফজিলতের অধিকারী হবে না, অথচ কুফরিতে ভরা এ মিথ্যা অসিয়তনামা ছাপালে এ ফজিলতের অধিকারী হবে? সুবহানাল্লাহ!! অবাক্ কাণ্ড! মিথ্যার ওপর কত বড় দুঃসাহসীকতার প্রকাশ!

৪। আলোচ্য অসিয়তনামা ভ্রান্ত হওয়ার চতুর্থ প্রমাণঃ

"যে ব্যক্তি তা বিশ্বাস করবে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে আর যে মিথ্যা মনে করবে সে কুফরি করবে"।

এটাও তার মিথ্যাচারের দুঃসাহস এবং ভ্রান্তির পরিচায়। এ মিথ্যাবাদী তার এ অসিয়ত বিশ্বাস করার জন্য সকলকে আহবান জানাচ্ছে। এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, তারা এর মাধ্যমে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাবে এবং যে তা মিথ্যা মনে করবে সে কুফরি করবে।

মারাত্মক কথা! আল্লাহর শপথ এ মিথ্যাবাদী আল্লাহর ওপর বড় অপবাদ দিয়েছে, আল্লাহর শপথ সে মিথ্যা বলেছে, যে ব্যক্তি তা বিশ্বাস করবে সে কাফের। কারণ, এটা একটা অপবাদ, এটা মিথ্যা যার শুদ্ধতার ব্যাপারে কোন দলিল নেই। আমরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, এটা নিশ্চিত মিথ্যা, এর রচনাকারী মিথ্যুক। সে এর মাধ্যমে আল্লাহর শরিয়ত বিক্রীত করতে চায় এবং দীনের মধ্যে এমন কিছু প্রবর্তণ করতে চায় যা এ দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং যে পরিবর্তন থেকে আল্লাহ তাঁর দীনকে ১৪শত বছর পূর্বেই মুক্ত ঘোষণা করেছেন।

প্রিয় পাঠক! সাবধান! এ ধরনের মিথ্যা অপবাদ বিশ্বাস করবেন না এবং নিজদের মধ্যে এর প্রচার হতেও দিবেন না। সত্য স্পষ্ট, সত্যের অন্বেষণকারী সাধারণত ধোকায় পতিত হয় না। অতএব, সত্যকে প্রমাণ ভিত্তিক অন্বেষণ করুন এবং যে ব্যাপারে জটিলতার সৃষ্টি হয়, সে ব্যাপারে প্রকৃত আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন। মিথ্যুকদের মিথ্যা শপথের কারণে ধোকায় পতিত হবেন না। মনে রাখবেন, অভিশপ্ত ইবলিশ আপনাদের পিতা-মাতাকে (আদম-হাওয়া) শপথ করে বলেছিল, আমি তোমাদের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী অথচ সে ছিল সবচেয়ে বড় মিথ্যুক। আল্লাহ সে সম্পর্কে সূরা আরাফে বর্ণনা করেন:

(وَقَاسَمَهُمَا إِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِيْنَ)

"আর সে তাদের নিকট শপথ করল যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের জন্য কল্যাণকামীদের একজন'।" (আরাফ:২১)

অতএব, শয়তান থেকে ও তার অনুসারী মিথ্যুকদের থেকে সতর্ক হোন। মনে রাখবেন, তারা নিরিহ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য মিথ্যা শপথ, মিথ্যা অঙ্গীকার ও অনেক মুখরোচক বাণীর আশ্রয় নিয়ে থাকে।

আল্লাহ আমাদেরকে ও সমস্ত মুসলমানকে শয়তানের অনিষ্ট, বিপথগামীদের ফিতনা, কুচক্রীদের কুচক্র ও বাতিল পন্থীদের ধোকা থেকে রক্ষা করুন। যারা চায় আল্লাহর নূর তাদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে এবং লোকদের মধ্যে দীনের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করতে, তারা জেনে রাখুক, আল্লাহ তাঁর নূরের পূর্ণতা দান করবেন এবং তাঁর দীনকে সাহায্য করবেন, যদিও তা আল্লাহর দুশমন শয়তান বা তার অনুসারী নাস্তিক-মুরদাতদের অপছন্দ হয়।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন, মুসলমানদের সংশোধন করে দেন, তাদেরকে সত্যের অনুসরণ করা, তার ওপর সুদৃঢ় থাকা ও সকল অন্যায় থেকে তওবা করার তওফিক দান করেন। তিনি তওবা কবুলকারী দয়ালু এবং প্রত্যেক বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান।

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

সমাপ্ত